দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 13 AUG 2009
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৭

চলতি সেশনে ঢাবিতে ভর্তি পরীক্ষার আওতা বাড়ছে

নতুন দু'টিসহ ৬টি ইউনিটে অনুষ্ঠিত হবে ভর্তি পরীক্ষা

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

চলতি সেশন থেকে (২০০৯-১০ শিক্ষাবর্ষ) থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষার আওতা বাড়ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ভর্তি পরীক্ষার সঙ্গে এবার ২৩টি বেসরকারী মেডিকেল ও ৮টি ডেন্টাল কলেজের ভর্তি পরীক্ষাও অনুষ্ঠিত হবে 'ঘ' ইউনিট নামে আলাদা ইউনিটে। এছাড়া চারুকলার অনুষদের পরীক্ষা নেয়া হবে 'চ' ইউনিটের মাধ্যমে। ফলে নতুন দু'টিসহ মোট ছয় ইউনিটে এবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ভর্তি পরীক্ষা অংশগ্রহণের যোগ্যতায়ও কিছুটা পরিবর্তন আসছে এবার। গত মঙ্গলবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জেনারেল এডমিশন কমিটির সভায় এসব সিদ্ধান্ত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় ভিসি প্রফেসর আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সভাপতিত্বে সভায় বিভিন্ন অনুষদের ডীন ও বিভাগীয় চেয়্যারম্যানরা উপস্থিত ছিলেন। সভা শেষে কমিটির সভাপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি জানান,

পৃঃ ১২ কঃ ৪

চলতি সেশনে ঢাবিতে ভর্তি

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

পরবর্তী ডীনস কমিটির সভায় ভর্তি প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ নির্ধারণসহ অন্যান্য বিষয়ে সিদ্ধান্ত হবে।

সভা সূত্র জানায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় এবার বেশকিছু পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও নতুন নিয়ম আসছে। বাড়ানো হচ্ছে নতুন আরো দুটি ইউনিট। 'খ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় প্রাথমিক যোগ্যতা এসএসসি ও এইচএসসি দু'টিতে একত্রে ৬.৫ থেকে বাড়িয়ে ৭.০ পয়েন্ট করা হচ্ছে। ডিসেম্বরের মধ্যেই সেশন শুরু করতে দ্রুত সব ইউনিটের ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার সর্বোচ্চ চেষ্টা চলছে বলে জানা গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরিচালিত বেসরকারী মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজের ভর্তি পরীক্ষাও কেন্দ্রীয়ভাবে এক সঙ্গে নেয়া হবে এবার।

সভায় চলতি সেশন থেকে চারুকলা অনুষদের জন্য নতুন আলাদা ইউনিট করার অনুমোদন করা হয়েছে। এ ইউনিটের নাম দেয়া হয়েছে 'চ'। আগে চারুকলার পরীক্ষা ইউনিট ছাড়াই আলাদাভাবে অনুষ্ঠিত হতো। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ২৩টি বেসরকারী মেডিকেল ও ৮টি ডেন্টাল কলেজের ভর্তি পরীক্ষা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ভর্তি পরীক্ষার সঙ্গে অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত হয়েছে। এ ইউনিটের নাম দেয়া হয়েছে 'ঘ' ইউনিট। সূত্র জানায়, এর আগে বেসরকারী মেডিকেল কলেজগুলো নিজেদের ইচ্ছামত ভর্তি কার্যক্রম পরিচালনা করত। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কয়েক বছরের মূল্যায়নে তাতে নানা রকম দুর্নীতির প্রমাণ মিলেছে বলে জানা গেছে। বিশেষ করে যোগ্যতার বিবেচনা অনেক ক্ষেত্রেই উপেক্ষিত ছিল বলে জানিয়েছেন ডীনরা। এসব বিষয় মাথায় রেখেই এবছর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিজেদের অধীনে কেন্দ্রীয়ভাবে একত্রে কলেজগুলোর ভর্তি পরীক্ষা নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

এদিকে কলা অনুষদের অধীনে ভর্তি পরীক্ষার প্রাথমিক যোগ্যতায় পরিবর্তন আনা হয়েছে। চতুর্থ বিষয় বাদে এসএসসি ও এইচএসসির ফলাফলে সম্মিলিতভাবে জিপিএ-৭ নির্ধারণ করা হয়েছে। গত বছর এটা ছিল ৬.৫। তবে 'ক', 'গ' ও 'ঘ' ইউনিটের প্রাথমিক যোগ্যতার মাপকাঠি আগের বছরের মতো থাকবে ৮, ৭.৫ এবং বিভাগ পরিবর্তনকারী 'ঘ' ইউনিটের জন্য শিক্ষার্থীর নিজস্ব ইউনিটের শর্ত বহাল থাকবে। তবে নতুন দুটি ইউনিট 'চ' ও 'ঘ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার যোগ্যতা ও পদ্ধতির ব্যাপারে এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। পরবর্তী ডীনস কমিটিতে এ বিষয় সিদ্ধান্ত হবে। 'ক' ইউনিটের অধীনে ৫টি অনুষদ-বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, ফার্মেসী, নতুন দুটি অনুষদ আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স এবং ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। কমিটির সভা শেষে বিজ্ঞান অনুষদের ডীন প্রফেসর ড. তাজমেরী এসএ ইসলাম বলেন, এডমিশন কমিটিতে যেসব বিষয় অনুমোদন হয়েছে তা আবার ডীনস কমিটিতে আলোচনা হবে। ভর্তি প্রক্রিয়ার বিষয়ে পরবর্তী ডীনস কমিটিতে সিদ্ধান্ত হবে। তবে দ্রুত ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ করে ডিসেম্বরের মধ্যেই ক্লাস শুরু করতে চাই। মেডিকেলের ভর্তি পরীক্ষা বিষয়ে তিনি বলেন, এ বছর থেকে সব মেডিকেল কলেজের ভর্তি পরীক্ষা নতুন করে সৃষ্ট 'ঘ' ইউনিটের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধীনে নেয়া হবে। এ জন্য একজন ডীনকে দায়িত্ব দেয়া হবে। এর ফলে বিভিন্ন কলেজের ভর্তি পরীক্ষা নেয়ার সময় যে জটিলতা তৈরী হয় সেটি দূর হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তবে প্রতিবারের মত এবারও জোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের অধীনে 'গ' ইউনিটে। এ ইউনিটে ৮ বিভাগে মোট আসন রয়েছে ৯০০টি। বিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞান অনুষদ নিয়ে গঠিত 'ক' ইউনিটেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে তুমুল। এখানে মোট ১ হাজার ৩৯৮টি আসন রয়েছে। কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ নিয়ে গঠিত 'খ' ইউনিটে আসন রয়েছে ২ হাজার ৩০২টি আসন রয়েছে। বিভাগ পরিবর্তনকারী ঘ ইউনিটে আসন রয়েছে সাড়ে ৬শ'। এছাড়া চারুকলা অনুষদের 'চ' ইউনিটে কতটি আসনে ভর্তি করা হবে সে বিষয় এখনো চূড়ান্ত হয়নি। তবে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, সব মিলিয়ে ৪টি ইউনিটে সাড়ে ৫ হাজার শিক্ষার্থী ভর্তি সুযোগ পাবে।

সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ভারপ্রাপ্ত ডীন প্রফেসর শেখ আব্দুস সালাম বলেন, যত শিগগির সম্ভব ভর্তি কার্যক্রম শুরু হবে। ঈদের আগেই ভর্তি ফরম বিতরণ শুরু হতে পারে। তবে ফরম যখন থেকেই দেয়া হোক ডিসেম্বরের মধ্যেই ক্লাস শুরু করার ব্যাপারে সবাই একমত হয়েছেন বলে জানান তিনি।